ALIVE

A. N. M. Mushabbir Bashir
Waqur Mehmood Aunu

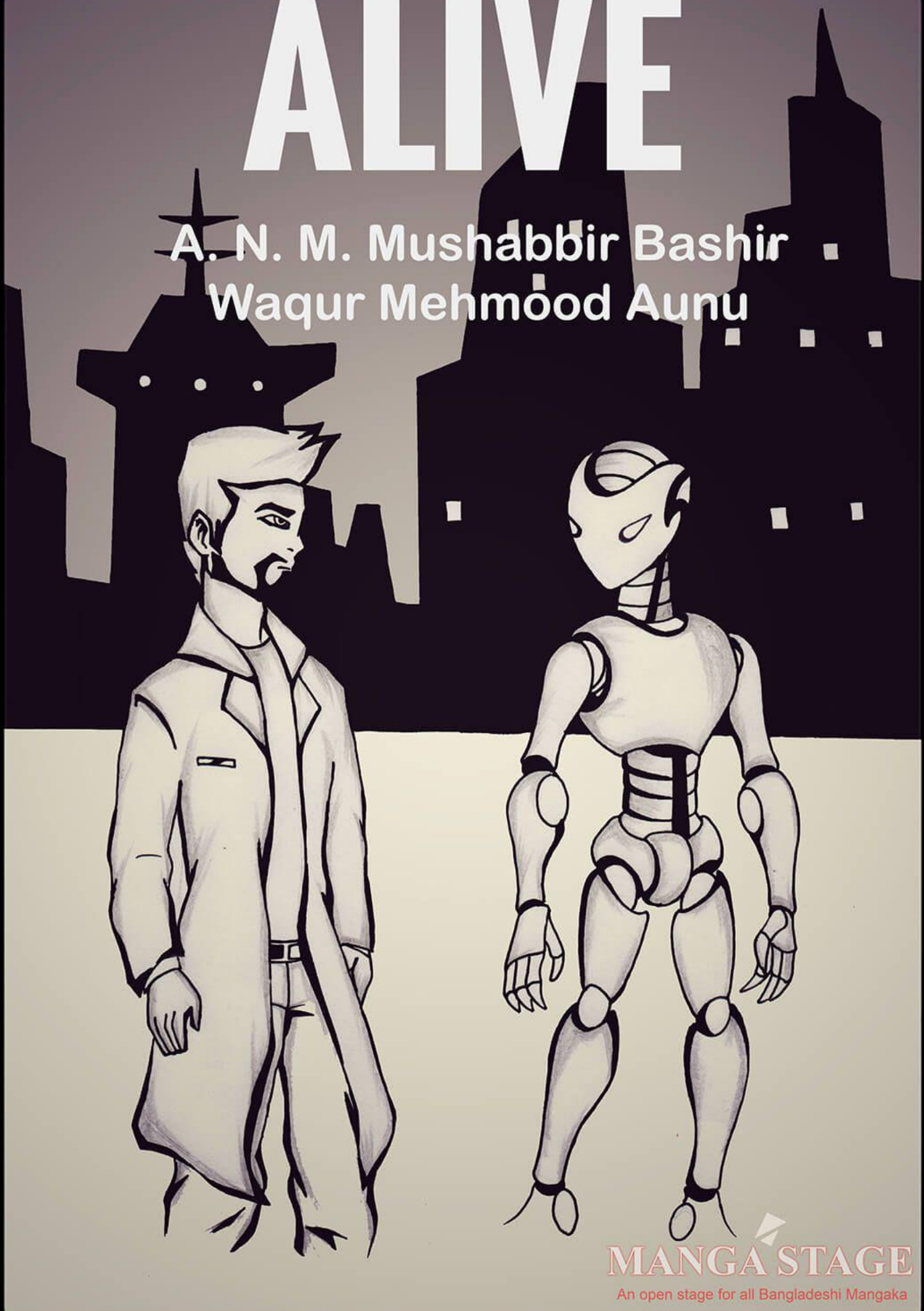

MANGA STAGE
An open stage for all Bangladeshi Mangaka

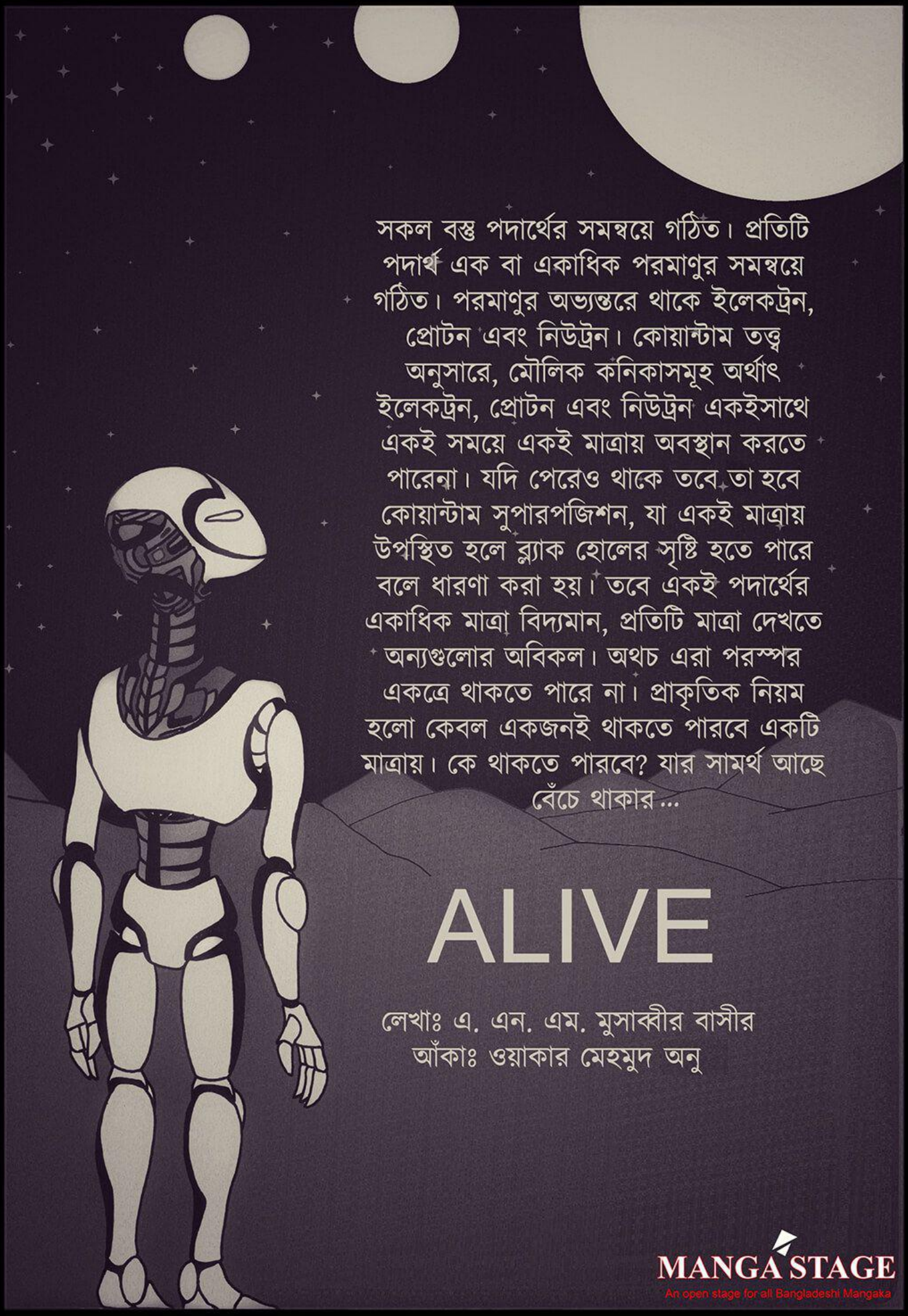
সকল বস্তু পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি পদার্থ এক বা একাধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। পরমাণুর অভ্যন্তরে থাকে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, মৌলিক কনিকাসমূহ অর্থাৎ ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন একইসাথে একই সময়ে একই মাত্রায় অবস্থান করতে পারেনা। যদি পেরেও থাকে তবে তা হবে কোয়ান্টাম সুপারপজিশন, যা একই মাত্রায় উপস্থিত হলে ব্ল্যাক হোলের সৃষ্টি হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। তবে একই পদার্থের একাধিক মাত্রা বিদ্যমান, প্রতিটি মাত্রা দেখতে অন্যগুলোর অবিকল। অথচ এরা পরস্পর একত্রে থাকতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়ম হলো কেবল একজনই থাকতে পারবে একটি মাত্রায়। কে থাকতে পারবে? যার সামর্থ আছে বেঁচে থাকার...
ALIVE
লেখাঃ এ. এন. এম. মুসাব্বীর বাসীর
আঁকাঃ ওয়াকার মেহমুদ অনু
MANGA STAGE
An open stage for all Bangladeshi Mangaka

হ্যালো! মার্টিন!!
আজকের নিউজটা দেখেছিস? হ্যালো?
শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো??
অটো রিসিভ আপডেটটা কখনোই পছন্দের ছিলো না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় একটা বিরক্তি। যেমন এখন....
হ্যাঁ! হ্যাঁ!! হ্যাঁ!!! বলে ফেল জশ কী বলতে চাস? শুনছি আমি
আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে আমার কাজটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আমার মত "যান্ত্রিক" মানুষেরা পুরোটা সপ্তাহ এই একটা দিনের অপেক্ষায় থাকে একটু ঘুমাতে। তাছাড়া, জশ হয়তো পৃথিবীর সর্বশেষ মানুষ যার থেকে আমি একটা ফোনকল আশা করি।
আরে তুই খবরটা দেখেই না!
পারব না। ব্যস্ত আছি
মঙ্গল থেকে উদ্ধারকারী রোবটগুলো ফিরেছে
Warrior কে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে
সত্যি বলছিস?!?
আমার কথা তো বিশ্বাস করবি না। নিজেই নিউজটা দেখ না!
আমি মার্টিন কনর। রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ার। পুরোটা বুঝিয়ে বলতে হয়তো আরও আগে থেকে গল্পটা শুরু করা দরকার ছিলো। কিন্তু এই একটা দিনই আমি ঘুমাতে পারি পুরো সপ্তাহে! আর আমার পুরো সপ্তাহের পরিশ্রমের ফসল খুব সম্ভবত এখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রধান খবর

Warrior 8.3” ছিলো আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। এই রোবটটার পেছনে আমি আমার সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শ্রম বিনিয়োগ করেছি। সবটাই ঠিক ছিলো, শুধু জশের সিদ্ধান্তের আগ পর্যন্ত ....

মিশনের সফলতায় জাতিসংঘের মহাসচিব অভিনন্দন জানিয়েছেন। এছাড়াও ...

মঙ্গলের অভিযান শেষে অবশেষে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে উদ্ধার-রোবট বাহিনী। ১৬ বছর আগের ঘটনায় হারিয়ে যাওয়া....

তবে দোষটা আমারই। জশের কথায় Warrior কে মঙ্গলে পাঠানো উচিৎ হয়নি। ১৬ বছর ধরে Warrior এর মঙ্গলে থাকার জন্যে আমিই দায়ী

ভুলটা আমারই। ভুলটা আমারই। ভুলটা...

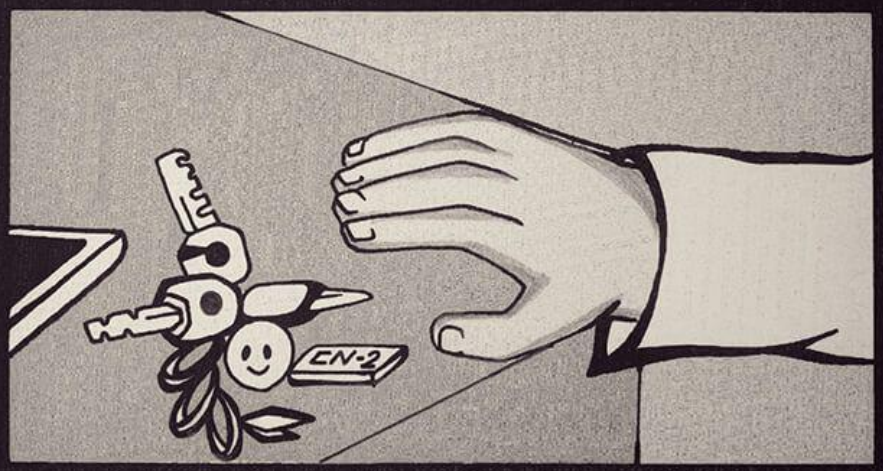

জশের ইচ্ছা ছিলো মঙ্গলে মানুষ বসবাসোপযোগী পরিবেশ তৈরি করে ওর রিয়েল এস্টেটের ব্যবসাটা বড় করা। চুক্তি ছিলো যদি আমার ল্যাব এ কাজে ওকে রোবট জোগান দেয় তাহলে আমি ব্যবসার ২৫% পাবো। কিন্তু জশের ইচ্ছা ছিলো Warrior কেও মঙ্গলে পাঠাতে হবে

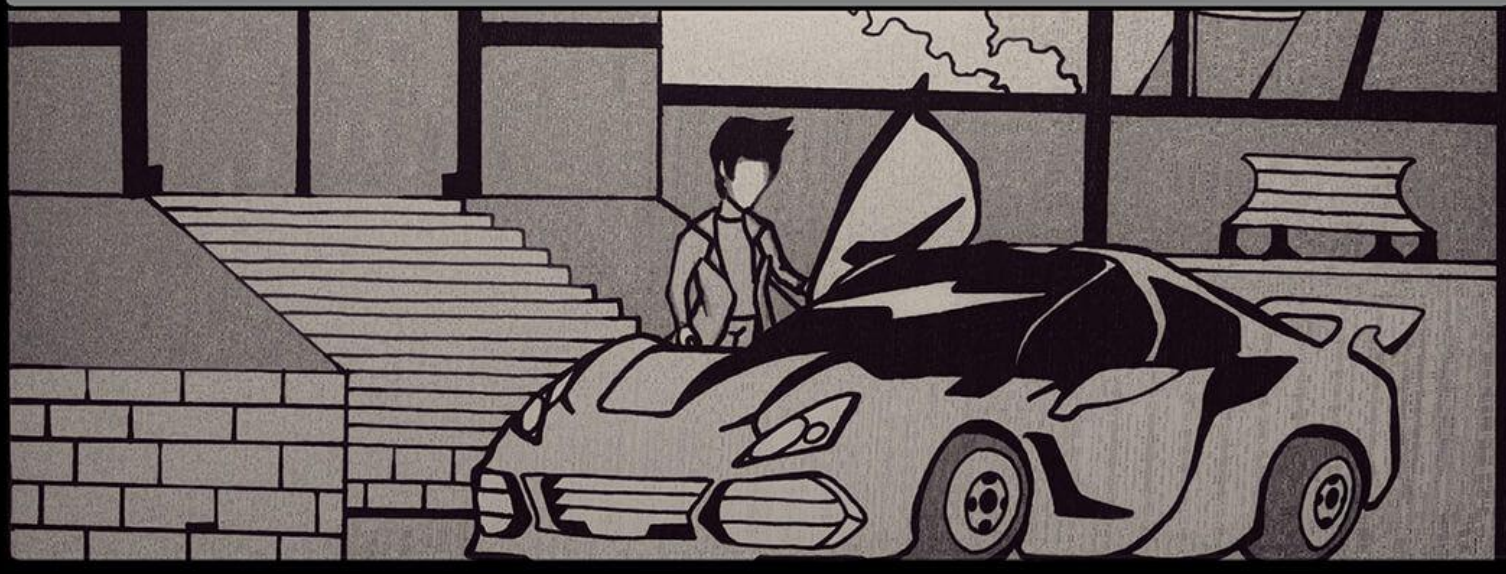

লোভ কাজ করেছিলো ঠিকই। কিন্তু Warrior কে তৈরি করেছিলাম Zero-Aging Metalloid দিয়ে। তাই জানতাম, মঙ্গলের আবহাওয়া ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি ১৬ বছরেও না

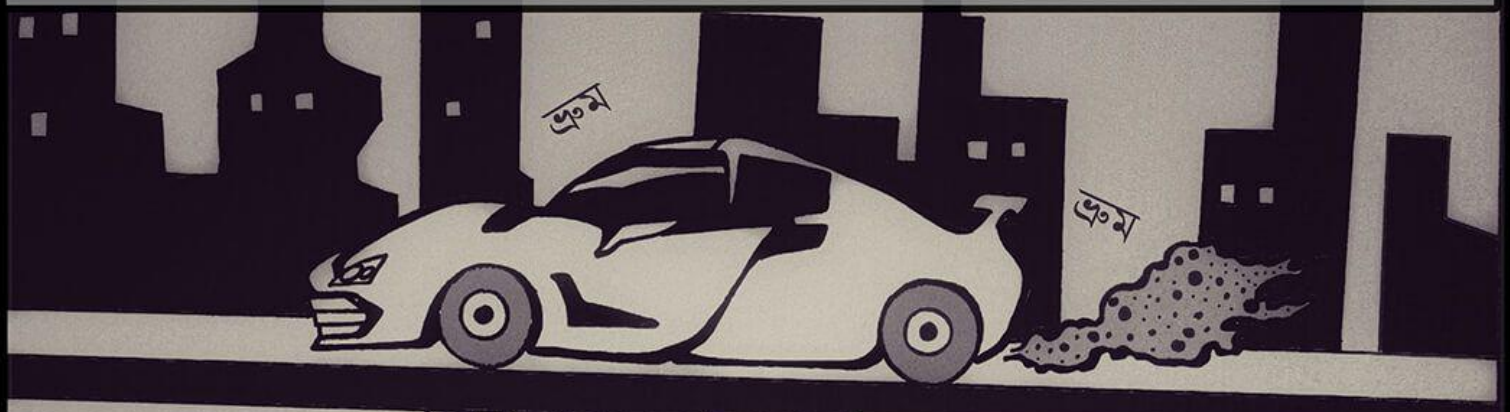

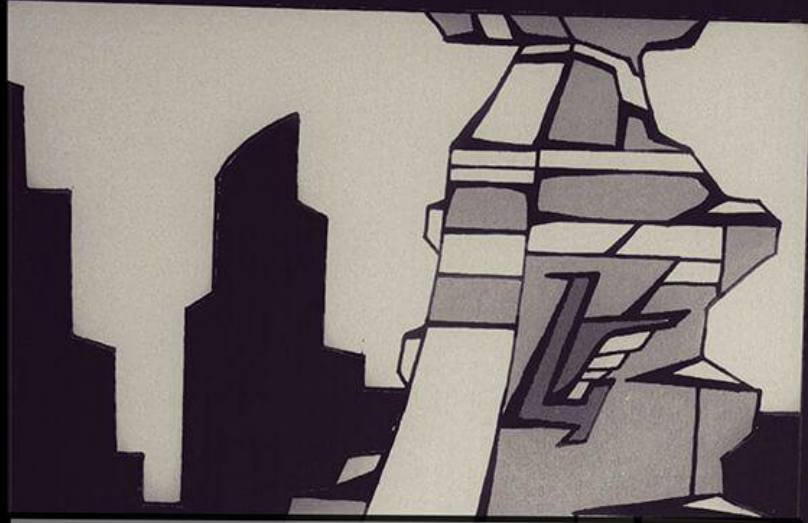

Warrior এর বুদ্ধিমত্তা ছিলো ত্রয়োদশ প্রজন্মের। ও বুঝতে পেরেছিলো আমার লোভের ব্যাপারটা। তবুও আমি বিরত হইনি

তাই Warrior এর কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সে কোনো সাধারণ রোবট না...

সে আমার সন্তান! দ্বিতীয় মার্টিন কনর!!

তবে সামনের যন্ত্রটাকে আমি আর চিনছিলাম না

ড. কনর। আমি আপনাকে প্রত্যাশা করছিলাম
আপনি কেনো আমাকে মঙ্গলে পাঠালেন?
সামান্য কিছু সম্পদের লোভে আপনি আমাকে জশের কাছে বিক্রি করে দিলেন
কেনো বাবা!?
ওর সমস্ত পার্টস পাল্টে ফেলা হয়েছিলো
আপনার কি কখনো মনে হয়নি যন্ত্র হলেও আমার কেনো গান শুনতে ভালো লাগে? কেনো আকাশ দেখতে ভালো লাগে??
আপনি নিশ্চয়ই কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে জানেন
আর আমি বুঝে ফেলেছিলাম, Warrior আর সামান্য কোনো যন্ত্রাংশ নেই
আপনি না আমাকে আপনারই মতো করে তৈরি করেছেন? দ্বিতীয় মার্টিন কনর?
একইসাথে দুইজন মার্টিন কনর একই মাত্রায় অস্তিত্বশীল হতে পারবে না বাবা
“একই স্বত্বা একই মাত্রায় একই সময়ে অস্তিত্বশীল হতে পারে না”
তুমি কি মঙ্গলে পাঠানোর জন্য প্রতিশোধ নিতে চাইছো? এখানে আমার কিছুই করার ছিলো না

গুল্পটা হয়ত এখানেই শেষ হয়ে যেত, যদিনা Warrior এর কথা সত্যি হতো

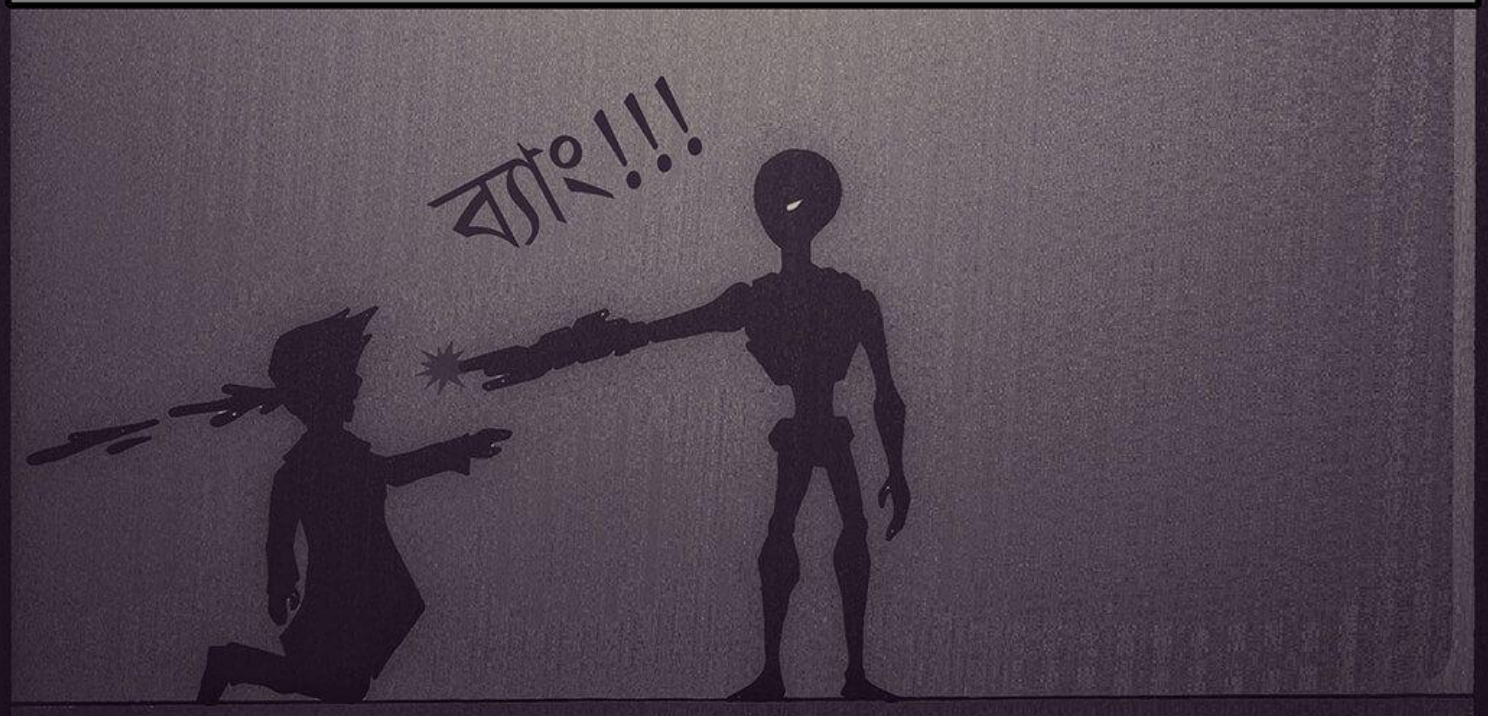

বন্দুকের গুলিটা আমার মস্তিষ্ক ভেদ করে যাচ্ছিলো, আর আমি অনুভব করছিলাম এক অদ্ভুত পরিবর্তন

দেহে ছিলো না এক বিন্দু রক্তের অনুভূতি, ছিলো না কোনো নমনীয়তা...

নিজেকে আমি আবিষ্কার করি একটা ধাতব দেহে, যেখানে নেই কোনো মরণশীলতা

এমন একটা দেহ, যেখানে আমি বেঁচে থাকবো সময়ের শেষ পর্যন্ত

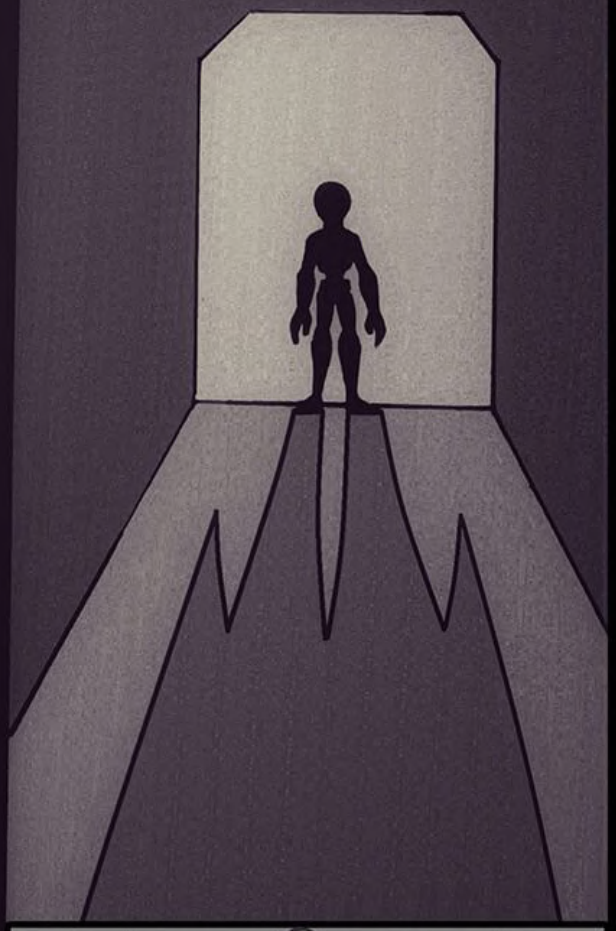

যেখানে আমি হয়ে থাকব

অমর